Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 225 - 231
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 225 – 231
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

লোককথা শ্রবণ : মানসিক-প্রাক্ষোভিক-সামাজিক বিকাশ সাধন

সনজিৎ কুমার দাস
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sanajitbeng111@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Fairy tale, Religious tale, Animal tale, Legend, Fables tale, Narrative opera, Humourous tale, Mental development, Emotional development, Social development.

Abstract
The food habits, clothing, rituals, customs, entertainment, and music of the people of integrated society are found in folktales. The development of folktales revolves around the joys, sorrows, laughter, and tears of their various activities. The folk narratives (stories) flow through the oral tradition of the people of integrated society. No matter what a man does in life, there is a situation that directly or indirectly helps and instructs him to do it. These very situations are represented and displayed in folktales, which are shown in folklore under the guise of metaphor. Thinking a lot, when an individual does something, creative talent is developed and reflected by means of his or her previous-accumulated knowledge. Folktales contain a huge body of knowledge. Anyone can improve their creative talent by listening to folktales. Different aspects of human instinct are found in folktales. In folktales, it is found that, on the one hand, peace and a pleasant atmosphere are maintained in society through the healthy development of affection, love, compassion, sympathy, a sense of beauty, and a sense of fraternity; on the other hand, if anger, violence, fear, greed, infatuation, and pride are increased, the happiness and peace of the society are violated, resulting in an instable and violent social environment. Therefore, folk tales have been told by parents, grandparents, other family members, relatives, friends, and neighbors since childhood to control the anger, violence, fear, greed, infatuation, and ego of the children. The value of folktales awakens affection, fellow feelings, compassion, sympathy, and a sense of beauty. Great teachers have been teaching moral and value education through various folktales through the ages. The 'Gurus' (teachers) do this to establish a morally good human race, destroying the bad instincts with the greatness of the folktales. The greatness of the folktales can improve the ethical power of judgment, broaden the way of honest life and character, and thus create a peaceful and happy world. Folktales may be displayed as a complete document of social education. Both the narrators and the listeners may be developed mentally, emotionally, and socially by the

folktale. Folktales are not bound by time or place. It can be presented regardless of time and place.

Discussion

সংহত সমাজের সামগ্রিক চেতনার অলিখিত মৌখিক সাহিত্য লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্যের উপাদানগুলি— ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, লোকসংগীত। লোকসাহিত্যের এই বিশিষ্ট উপাদানগুলির মধ্যে লোককথা বা Folk-Tale সবার কাছে প্রিয় – শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের গল্প শোনার আগ্রহ থেকে লোককথার উদ্ভব। লোককথা মূলত সংহত সমাজের মানুষের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে আসা আখ্যানমূলক কাহিনি যার মধ্যে লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা পাশাপাশি অবস্থান করেছে। তাই দেখা যায়, বিভিন্ন দেশের লোককথাগুলি সে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে। লোককথাগুলি লোকসাহিত্য ও অভিজাত সাহিত্যের মধ্যে সেতুস্বরূপ কাজ করে। এজন্য যেকোনো দেশের যেকোনো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লোককথা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লোককথা মানুষের মানসিক বিকাশ, প্রাক্ষোভিক বিকাশ ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অতিপ্রাচীন কাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মানসিক সংস্কৃতির গঠনমূলক কাজ করে চলেছে।

লোককথাকে আটটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে –

১. রূপকথা (Fairy tale),
২. লোকপুরাণ (Myth),
৩. ব্রতকথা (Religious tale),
৪. পশু পাখি কথা (Animal tale),
৫. কিংবদন্তী (Legend),
৬. নীতিকথা (Fables tale),
৭. পালাগান (Narrative Opera)
৮. হাস্যকথা (Humourous tale)।

তবে এই শ্রেণিবিভাগ বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ বিভিন্ন ভাবে করেছে।

১. রূপকথা (Fairy Tale) : লোককথার মধ্যে রূপকথা আকারে দীর্ঘতম, প্রাচীন ও ঐতিহ্যময় আখ্যানধর্মী কাহিনি। রূপকথা শুনলে বোঝা যায় এর মধ্যে কতকগুলি শ্বাশতভাব ও বিস্ময় স্থান পেয়েছে। এতে মানুষের মনের চিরন্তন বিস্ময়, সৌন্দর্য পিপাসা ও ভয়ঙ্করকে জয় করার মনোবল প্রকাশ পেয়েছে। রূপকথার গল্পে রাজা-রানি, মন্ত্রী-কোটাল, রাজপুত্র-রাজকন্যা, দাস-দাসী, সুখী-দুঃখী, সৎ-সাহসী এই ধরনের মানুষের সাক্ষাৎ যেমন পাওয়া যায়। তেমনি ভাবে রয়েছে— রাক্ষস, ভূত, দৈত্য, পরি, ডাইনি। এছাড়া আছে সাধারণ পশু এবং কল্পিত পশু। যেমন— ব্যঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, শুকপাখি আর আছে কিছু অলৌকিকতা। রূপকথায় সাধারণ মানুষের ইচ্ছা পূরণের তাগিদ থাকার জন্য এগুলি মানবিক আবেদনকে জাগিয়ে তোলে। রূপকথায় নিয়তি বা অদৃষ্টের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই নিয়তি কাহিনিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কাহিনির মোড় ফিরিয়ে দেয়।[১]

২. লোকপুরাণ (Myth) : "বিশ্বচরাচরের অসংখ্য বিষয়ের প্রকৃত উপলক্ষ্য সম্পর্কে আদিমকাল থেকে মানুষ নানা ধরনের সংস্কার ও বিশ্বাস মণ্ডিত যেসব ব্যাখ্যা কল্পনা করে এসেছে, সেগুলি কাহিনি রূপে সংগঠিত হয়ে লোকপুরাণে পরিণতি পেয়েছে।"[২] এই মিথ ঘনিষ্ঠভাবে লোকের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারের সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞানে যেমন কে, কি, কার, কখন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় তেমনি লোকপুরাণে আপাতত যুক্তি খোঁজার ভাব দেখানো হয়। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য, পাতাল হল মিথ বা পুরাণ কাহিনির ঘটনাস্থল। অলৌকিক দেব-দেবীই লোকপুরাণের নায়ক নায়িকা হতে পারে। লোকপুরাণের মধ্যে

মানুষের মনের রহস্যঘন রূপের সন্ধান সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। যে জনগোষ্ঠী বহু প্রাচীন ও পুরানো মূল্যবোধে স্থিত, তাদের মধ্যে লোকপুরাণের সন্ধান তত বেশী পাওয়া যায়।

৩. ব্রতকথা (Religious Tale) **:** ব্রতকথায় গল্পের সঙ্গে বিশ্বাস এবং সংস্কারের নিবিড় যোগ রয়েছে। ব্রতকথায় মানুষের কামনা থাকে এবং কামনা পূরণের আশায় থাকে কৃচ্ছ্রসাধন। ব্রতকথার গল্পের পরিণামে থাকে নায়ক বা নায়িকার বিপদমুক্তি এবং দৈবকৃপালাভের বর্ণনা। ব্রতের কাহিনিতে গ্রাম্য মেয়েরা সহজ ভাষায় নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করে থাকে। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতি ব্রতকথার কাহিনিগুলিতে প্রকাশিত হয়। মানুষের ঐহিক আকাঙ্খা তৃপ্ত করার জন্য ব্রত কাহিনিগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৪. পশু পাখি কথা (Animal Tale) **:** মানুষের জীবনে আদিমকাল থেকে পশু-পাখির নানা ধরনের সান্নিধ্য এবং প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষ স্বীকার করেছে। পশু পাখি কখনো মানুষের খাদ্য, কখনও রক্ষক, কখনও পথ প্রদর্শক এমনকী কখনও তার পূর্বপুরুষ বলেও মনেকরা হয়েছে। পশু পাখিকে সে যেমন দেবতা বলে ভেবেছে, তেমনি বন্ধু, সহচর এবং শত্রু বলেও জেনেছে। প্রকৃতপক্ষে পশুকে আদিম মানুষ নিজের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত করেই গ্রহণ করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পশু পাখিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পশু পাখি কথা সারা পৃথিবী জুড়ে। তাই পশু পাখি কথা গল্পের শেষে একদিকে যেমন নীতিকথার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় আবার এই ধরনের গল্পে পশু, পাখি, মানুষ, অতিলৌকিক প্রাণী সব মিলেমিশে থাকে। এরা মানুষের মতোই কথা বলে, আচার আচরণ করে। মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ, আশা-আকাঙ্খা, হীনতা-ক্ষুদ্রতা, বীরত্ব, বুদ্ধি সবই পশু পাখির প্রতীকে প্রকাশিত হয়। বাংলায় যে সমস্ত পশুকথা রয়েছে সেখানে শেয়াল, খরগোস, বাঘ, ইঁদুর, বিড়াল, কুমীর, গরু, বাঁদর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ চরিত্র রূপে চিত্রিত। তাই বলা যেতে পারে, লোকসংস্কৃতির নানা উপকরণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার পশুর উপস্থিতি প্রতীকের অন্তরালে মানুষের আদিম আরণ্যক জীবনেরই পরিচয় প্রতিবিম্বিত করে।

৫. কিংবদন্তী (Legend) **:** লোককথার একটি বহুল পরিচিত আঙ্গিক হল 'কিংবদন্তী' বা 'Legend'। অতীতে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও চরিত্র বা ক্ষেত্র বা বিষয়ক অবলম্বন করে যখন কোনও বিশেষ অঞ্চলে একটি জনশ্রুতি মূলক আখ্যান গড়ে ওঠে তখন ওই ক্ষুদ্র কাহিনিকে কিংবদন্তী বলে।[৩] বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্থান, মন্দির-মসজিদ, বিভিন্ন জলাশয় বা নদী, বিভিন্ন মেলা বা উৎসবকে কেন্দ্র করে এরকম অজস্র কাহিনি প্রচলিত আছে। এই সব লিজেন্ড বা কিংবদন্তীর মধ্যে আমাদের দেশের ইতিহাসের বহু অব্যক্ত তথ্য বিধৃত আছে। কিংবদন্তীর মধ্যে সুপ্ত আছে সংশ্লিষ্ট লোকায়ত মানুষের 'সমাজ-মনস্তত্ত্ব' গোষ্ঠীভাবনা ও বিশ্বাস। তাই কিংবদন্তীর মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের প্রক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

৬. নীতিকথা (Fables Tale) **:** গল্পের মাধ্যমে ছোটদের নির্মল আনন্দ বিতরণের পাশাপাশি জগৎ ও জীবনের চিরন্তন সত্যের সঙ্গে পরিচয় করে তুলবার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল নীতিকথা।[৪] সমাজিক মূল্যবোধ, নীতিচেতনা, মানবিকতার বিকাশে নীতিকথার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সংহত সমাজের মানুষ তাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশের জন্য নীতিকথা বলে থাকে। নীতিকথাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে তিনটি অমর গ্রন্থ— পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও ঈশপের গল্প যার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের চিন্তাভাবনার গভীর মিল রয়েছে। সরস সকৌতুক গল্পগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে জীবনের শিক্ষার মূলকথা তাই মানুষের জীবনের চলার ক্ষেত্রে নীতিকথার গুরুত্ব অপরিসীম।

৭. পালাগানের কাহিনি (Narrative opera) **:** পালাগানের অন্তর্ভুক্ত কাহিনিগুলি পালাগানের এক আকর্ষণীয় সম্পদ। প্রতিটি পালাগানের মধ্যে একটিমাত্র কাহিনি থাকে; কোন শাখা কাহিনি বা অনাবশ্যক ঘটনা এর মধ্যে থাকে না। সঙ্গীত, নৃত্য সম্বলিত হয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে পালাগানের কাহিনি দ্রুতগতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে।[৫] পালাগানের

জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে পালাগানের কাহিনির মধ্যে হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা-বিচ্ছেদ, মিলনের আকাঙ্খা, সরলতা ও ব্যর্থতা নাটকীয়ভাবে বর্ণিত হয়, যা সমাজ জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে।

৮. হাস্যকথা (Humourous tale) : হাস্যকথা কলেবরে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত এক প্রকার গল্প যা বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এখানে হাসি-ঠাট্টা, রস-রসিকতা ইত্যাদি প্রকাশ লাভ করে। তাই এই সব হাস্যরসাত্মক কাহিনি অন্যান্য কাহিনির চেয়ে খুব সহজে জনগণের মধ্যে উৎপত্তিলাভ করে। এই ধরনের ক্ষুদ্রাকার কাহিনি সমবয়স্ক বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রচলিত থাকে। বন্ধুদের আড্ডাকে সজীব ও প্রাণময় করতে, চণ্ডীমণ্ডপের আসরকে মাতিয়ে তুলতে আখড়াকে প্রাণোজ্জ্বল করে তুলতে এ ধরনের কাহিনি বলার পরম্পরা বহুবছর ধরে চলে আসছে। আজও অন্যান্য লোককথা বলা বা শোনায় ভাঁটা পড়লেও এ ধরনের টুকরো হাস্যরসাত্মক গল্প আমাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়। এমনকী নগর সভ্যতার পরিমণ্ডলে শিক্ষিত 'ইয়ং জেনারেশান' এর মধ্যেও 'জোকস' বা 'চুটকি' বলার যে প্রবণতা— তা এই প্রথারই দ্যোতক। বিশেষ কোন সম্প্রদায়, অকাট মূর্খ, কোন মানুষের বোকামি বা কোন বিশেষ ঘটনাবলি হাস্যকথা বা হাস্যরসাত্মক গল্পের বিষয়বস্তু। মূলত লোকঠকানোর উদ্দেশ্যে এই গল্পগুলি বলা হত। তাই এই ধরনের কাহিনি সমগ্র বিশ্বে খুবই জনপ্রিয়। যেমন— গোপাল ভাঁড়ের গল্প, বীরবল, মোল্লা নাসিরুদ্দিন প্রমুখের গল্প।

লোককথা শ্রবণ মানসিক বিকাশ সাধন : মনের ভাব বা অনুভূতি প্রকাশের জন্য বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জনসমাজে প্রচলিত শব্দ সমষ্টি ভাষা। এই ভাষার চারটি উপাদান রয়েছে— ধ্বনি, শব্দার্থ, বাক্যগঠন বা বাক্যবিন্যাস এবং প্রায়োগিক দিক।[৬] শিশু জন্মানোর পর মনের ভাব প্রথমে প্রকাশ করে কান্নার মাধ্যমে। তারপর শিশুর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় কখনো কান্না আবার কখনো হাসির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে। এরপর শিশুর বয়স যখন ২ মাসের কাছাকাছি হয় তখন শিশু এক ধরনের স্বরধ্বনির মতো শব্দ করে, যাকে বলে Cooing। ৪ মাস বয়সের সময় শিশু আর এক ধরনের শব্দ উচ্চারণ করে যেগুলি স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিশিয়ে যেমন, ব্যা-ব্যা-ব্যা-ব্যা (ba-ba-ba-ba), ন্যা-ন্যা-ন্যা-ন্যা (na-na-na-na) এই ধরণের উচ্চারণকে বলে Babling। ১০ মাসের কাছাকাছি বয়সে শিশু প্রথম শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই সময় শিশু একটি শব্দ ও তার সাথে ইশারা দিয়ে মনের ভাব বোঝাবার চেষ্টা করে, এর নাম Holophrase। যেমন— হাত দিয়ে খেলনা গাড়ি দেখিয়ে বলে গাড়ি। অর্থাৎ সে বোঝাতে চায় গাড়ি খেলনা। এরপর ধীরে ধীরে শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৮-২৪ মাস বয়সে শিশু দুটি শব্দ ব্যবহার করতে পারে, একে বলে Telegraphic Speech। এই সময় থেকে মূলত শিশু বাক্যগঠন করতে পারে। এরপর ৩-৪ বছর বয়স থেকে বাক্যের প্রায়োগিক দিকের ধারনা আসতে শুরু করে।[৭] আর তখন থেকে শিশুর লোককথা শ্রবণ শুরু হয়। লোককথা শিশুকে মূর্ত ও বিমূর্ত বস্তুর মাধ্যমে তার মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। সে তখন লোককথার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনের অবচেতন জগতে অনুপ্রবেশ করতে পারে। যে কোন পরিস্থিতিতে মানব জীবনের সমস্যাগুলিকে সমাধান করার জ্ঞান লোককথাগুলির মধ্যে রয়েছে তাই লোককথা শ্রবণের মাধ্যমে শিশু যে কোন বিষয়কে সুন্দর ভাবে সমাধান করতে শেখে। তাই বলা যায়, লোককথা মানসিক বিকাশের অমূল্য সম্পদ।

লোককথা শ্রবণ প্রাক্ষোভিক বিকাশ সাধন : শিশু জন্মানোর পর ২ মাসের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত মনের ভাব মূলত প্রকাশ করে যে কান্না ও হাসির মাধ্যমে, সেই কান্নার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অনেক প্রক্ষোভ— একাকীত্ব (Loneliness), কষ্ট (Distress), উদ্বেগ (Anxiety), ক্ষুধা (Apptite), দুঃখ (Sadness), রাগ (Anger), ভয় (Fear); এই সবকিছুর বহিঃপ্রকাশ কান্না। অপরদিকে হাসির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সুখ (Happiness), ভালোবাসা (Love), আশ্চর্য (Surprise), উত্তেজনা (Excitement), আনন্দ (Joy), বিশ্বাস (Trust); এই সব কিছুর বহিঃপ্রকাশ হাসি। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন মায়ের সঙ্গে থাকে আত্মিক যোগ। সেই আত্মিক যোগ ছিন্ন হলে শিশুর মধ্যে একাকীত্ব, কষ্ট, উদ্বেগ, ভয়ের সৃষ্টি হয়। তাই শিশু মনের অভিব্যক্তি প্রথমে কান্নার মাধ্যমে প্রকাশ করে। ভয়ের যখন অবসান হয় তখন নিজের মধ্যে উত্তেজনা, আনন্দ ও বিশ্বাস তৈরি হয় তখন সেগুলির বহিঃপ্রকাশ হাসির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এরপর শিশুর এই প্রক্ষোভের

বহিঃপ্রকাশ কান্না হাসির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য প্রয়োগ এবং আচরণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শিশুরা তাই শৈশব থেকে পিতা-মাতা, দাদা-দিদি, দাদু-দিদা, পরিবারের অন্যান্য সদস্য থেকে শুরু করে আত্মিয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি থেকে অনেক লোককথা শুনতে থাকে। যার মাধ্যমে শিশু রাগ, হিংসা, ভয়, লোভ, মোহ, অহংকাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, সৌন্দর্যবোধের জাগরণ হয়ে শিশুর মধ্যে প্রাক্ষোভিক বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। কোথাও যেন এই লোককথাগুলির সঙ্গে শিশুর DNA এর সংযোগ রয়েছে। তাই শিশু এই লোককথাগুলি শোনার পরে সুখ শান্তি অনুভব করে। আজকের শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক, তাই শিশুর সুখ শান্তি সমাজের সুখ শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে সহযোগিতা করে।

দেখা যাচ্ছে লোককথারগুলির মধ্যে রয়েছে আমাদের প্রাক্ষোভিক বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা। বিভিন্ন লোককথার মধ্যে দেখানো হয়েছে— রাগ, হিংসা, ভয়, লোভ, মোহ, অহংকার বাড়লে কিরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয় তাই অনেক লোককথার মধ্যে রয়েছে নীতিকথা যার দ্বারা আমরা শিক্ষা লাভ করে এই প্রক্ষোভকে কমাতে পারি। সেই সঙ্গে অনেক লোককথায় দেখানো হয়েছে স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, সহানুভূতি কিভাবে একই পরিবেশে সুখে শান্তিতে থাকতে সহযোগিতা করে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে মানুষ এই অমূল্য সম্পদ লোককথাগুলি জানতে চায় না। ফলে প্রাক্ষোভিক বিকাশ ব্যহত হচ্ছে। তাইতো মানুষ আজ অর্থলিপ্সার ফলস্বরূপ নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে সে নিজের জীবনকে দুঃখের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছে। মনের পরিস্থিতি যদি সঠিক হয় তাহলে জীবন খুশিতে অতিবাহিত হয়। সুখ মানসিকতার উপর নির্ভর করে, দুঃখও মানসিক পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করে। যখন কোনও মানুষের মনের পরিস্থিতি ঠিক থাকে না, তখন তার সম্পূর্ণ জীবনটা ভুল হয়ে যায়, আর তাকে ক্রমাগত সমস্যা ভোগ করতে হয়। মানুষের মনের পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে লোককথাগুলির মধ্যেকার জ্ঞান গভীর ভাবে সহযোগিতা করে। তাই প্রাক্ষোভিক বিকাশের জন্য লোককথা শ্রবণের প্রয়োজন।

লোককথা শ্রবণ সামাজিক বিকাশ সাধন : মানব সমাজের একটি শাশ্বত ও বিশ্বজনীন সংগঠন হল পরিবার। মানুষ এই পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। পরিবারের মধ্যে তার বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে শুরু করে সমাজে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে পরিবারের মধ্যে আবার তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অথচ প্রত্যেক মানুষের কিছু জন্মগত অধিকার রয়েছে। কিন্তু সবলের স্বার্থের কারণে এইসব অধিকার বিঘ্নিত হয়। তাই না পাওয়া, শঠতা, বঞ্চনা মানুষের মনে ক্রোধের সৃষ্টি করে আর ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব। একের মনোজগতের সঙ্গে অন্যের মনোজগতের যেহেতু কোন মিল নেই, তাই দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করতে থাকে। তাই দেখা যায়, সমাজে নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্য দ্বন্দ্ব, শাসক-শোসিতের দ্বন্দ্ব, ধনী দরিদ্রের দ্বন্দ্ব, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, দুটি জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, একই দেশের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন সময় সমাজের নানান দ্বন্দ্ববহুল জীবন প্রতিফলিত হয়েছে লোককথাগুলির মধ্যে। তাই মানব সমাজব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী চেহারা-চরিত্র সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া যায় লোককথার মাধ্যমে। সেজন্য শিশু জন্মানোর পর পরিবারের সদস্যরা প্রথমে তাকে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য পশু-পাখি মূলক লোককথার মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দিতে শুরু করে। এরপর বিভিন্ন শ্রেণির লোককথা তাকে বিভিন্ন সময় শোনানো হয় যাতে সে সমাজের যে কোন পরিস্থিতিকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। দীর্ঘকালীন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষ তার চতুর্দিকের পরিবেশের সঙ্গে সমতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। সেই বিশেষ অনুভুতি লোককথাগুলির মধ্যে যুগ-যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেজন্য পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে উন্নত করে তুলতে পেরেছে।

প্রতিটি মানুষ জীবনে যে কাজ করুক না কেন, প্রত্যক্ষ বা প্ররোক্ষভাবে তার পেছনে একটা পরিস্থিতি তাকে সে কাজ করতে যে সহযোগিতা করে তা রূপকের আড়ালে লোককথাতে দেখানো হয়েছে। কিছু কিছু কাজ আছে যা মানুষ অনেক ভেবে চিন্তে করে আবার কিছু কাজ আছে যা কোনও রকম ভাবনা চিন্তা ছাড়াই করে। কোন মানুষ যখন কোন কাজ ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে করে তখন তার মধ্যেকার ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্চিত জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সৃজনমূলক প্রতিভার বিকাশ ঘটে। নিজের মধ্যে সঞ্চিত জ্ঞান যদি সীমিত হয় তখন মানুষ ভাবনা চিন্তা ছাড়াই কাজ করে। আর যে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 225 - 231
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষের কাছে অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার থাকে সে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যে কোন পরিস্থিতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। সে নিজের বিচার ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তার ইচ্ছা ও কামনাগুলি পুরণের চেষ্টা করে। তবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর আমাদের চরিত্রের অভিব্যক্তি অনেকটা নির্ভর করে ঠিকই তেমনি আমাদের মন তাকে যেদিকে নিয়ে যেতে চায়, বাহ্যিক দিক থেকে সে সেই দিকেই যায়।[৮] তবে তার মানে এই নয় যে, কোনও সময় বিশেষে পরিস্থিতি বলে দেবে কোন মানুষের চরিত্র কেমন। তবে মানুষের ভেতরের বিচার শক্তির সাথে পরিস্থিতির একটা গভীর যোগ থাকে। তাই মানুষ নিজের পরিস্থিতি বদলানোর চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে কোনও মতে নিজেকে সংশোধন করতে চায় না অথচ সে বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চায়। মানুষ নিজের মন থেকে যেটা করবে বলে ঠিক করে, সেটা করা থেকে তাকে কিছুতেই বিরত করা যায় না। আর তা পূরণ করার চেষ্টা তার মধ্যে বেশি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের বাহ্যিক জগতের চাহিদার ক্ষেত্রে এই বিষয়টা যতটা প্রযোজ্য, পরলৌকিক জগতের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। লোককথার জ্ঞানসমুদ্র থেকে এইসব জ্ঞানলাভ হয় লোককথা শ্রবণের মাধ্যমে আর জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হয় লোককথা বলার মাধ্যমে। তাই লোককথা বলার মাধ্যমে কথক ও লোককথা শ্রবণের মাধ্যমে শ্রোতা তার জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

পৃথিবীতে মানুষ থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রাণীকে অস্তিত্বের জন্য অনবরত সংগ্রাম করতে হয় বিভিন্ন ধরণের লোককথায় তা দেখানো হয়েছে। ব্রতকথায় দেখানো হয়েছে বর্তমানে মায়েরা যেমন শিশু না কাঁদলে দুধ দেয় না, ঠিক তেমনি ভাবে কোনও বলশালী ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও দুর্বল ব্যক্তির সাহায্য করতে পারেনা, যতক্ষণ না ওই দুর্বল ব্যক্তি তার কাছ থেকে সাহায্য চাইছে। সাহায্য চাওয়ার বদলে ওই দুর্বল ব্যক্তির নিজের থেকে বলশালী হয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করতে হবে। নিজের চেষ্টায় তাকে নিজের মধ্যে এমন শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে, যা দেখে অন্যরা তাকে প্রশংসা করে। সে না চাইলে কোনও মতে নিজের পরিস্থিতি বদলাতে পারবে না। আর দেখানো হয়েছে অত্যাচারী হোক বা দাস, উভয়ই অজ্ঞানতার স্বীকার। তারা একে অপরকে দুঃখ দেয় না, বরং বলা যায় তারা নিজেরাই নিজেদের দুঃখের কারণ। আদর্শ জ্ঞান, দাসের মধ্যে দুর্বলতা আর অত্যাচারীর মধ্যে শক্তির অপব্যবহার দেখতে পায়। আদর্শ প্রেম, উভয় ক্ষেত্রে কষ্টের সন্ধান করে, কখনও নিন্দা করে না। আদর্শ করুণা, অত্যাচারী ও দাস উভয়কেই সস্নেহে জড়িয়ে ধরতে জানে। যে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতাকে জয় করতে শিখে গেছে আর বেশিরভাগ স্বার্থপূর্ণ বিচারগুলিকে যে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে, সে কখনই অত্যাচারী বা দাসের ভূমিকা পালন করে না, সে সর্বদা স্বাধীন— লোককথাগুলি থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি। তাই লোককথায় কথক বা রচয়িতা তার বেঁচে থাকার নিতান্ত প্রাথমিক চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে চায় রূপকের আড়ালে। তার মধ্যে দেখা যায়— অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আকাঙ্খা, দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্খা, হিংসার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রদর্শণ ও প্রতিবাদের আকাঙ্খা, বলশালীর বল প্রদর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ ও আত্মতৃপ্তি তথা শোষিতের উদ্‌বর্তন আকাঙ্খা যেহেতু এসব চাহিদা অসংখ্য লোককথায় ছদ্মবেশি চরিত্ররা তার হয়ে পূরণ করে, তাই লোককথা বলার মাধ্যমে কথক সুখ লাভ করে। আর এই সমাজ যেহেতু কখনই মিথ্যেবাদী, বেইমান, লোভী ও ধূর্ত লোকেদের পক্ষে থাকে না। বরং তা উদার, সত্যবাদী, সৎ মানুষদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তাই প্রতিটা যুগে মহান শিক্ষকগণ পৃথক-পৃথক লোককথার দ্বারা এই কথাটাই ঘোষণা করার চেষ্টা করে গেছে। তারা সবসময় চেয়েছে— মানুষ নিজেদের বিচারগুলি উন্নত করে তুলুক, নিজেদের আরও বেশি শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে চলার পথকে মসৃণ করে তুলুক। তার মাধ্যমে লোককথার কথক ও শ্রোতার মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক বিকাশ সাধন সম্ভব। তাই দেখা যায়, লোককথা কোন সমাজ ব্যবস্থায় বদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে না, তা দেশ কালের সীমা ছাড়িয়ে বিচরণ করতে থাকে।

Reference:

১. বসাক, শীলা, *বাংলার কিংবদন্তি*, আনন্দ পাবলির্শাস; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৯, জানুযারী, ২০১৩, পৃ. ১৩

২. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, *লোকপুরাণ*, সম্পাদক - চক্রবর্তী, বরুণকুমার, *বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স; ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৯, মার্চ, ২০১২, পৃ. ৫০৬

৩. প্রধান, শ্যামসুন্দর, *কিংবদন্তী উৎস নির্ণয় ও বিশ্লেষণ,* প্রতিভাস; ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা – ০২, জানুযারী, ২০১১, পৃ. ৪৬

৪. রায়, সব্যসাচী, ঈশপ গল্পসমগ্র, নির্মল বুক এজেন্সি, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ০৭, বৈশাখ, ১৪০৬, পৃ. ০৩

৫. বসাক, শীলা, *বাংলার কিংবদন্তি,* আনন্দ পাবলির্শাস; ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৯, জানুযারী, ২০১৩, পৃ. ১৫

৬. চক্রবর্তী, প্রণবকুমার, *বিদ্যা ও পাঠ্যবিষয়ের সংবেদ*। রীতা পাবলিকেশন; ২৫ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ০৯, অক্টোবর, ২০১৫, পৃ. ১০৫

৭. মুখোপাধ্যায়, দুলাল ও কবিরাজ, উদয়–শঙ্কর, *বিষয়বস্তুর ধারণা ও সম্পর্ক*। আহেলি পাবলিশার্স; ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা – ০৯, সেপ্টেম্বর, ২০১৫, পৃ. ২০৪

৮. এলন, জেম্স, *মানুষ যেভাবে ভাবে: হৃদয়ের কথা।* ডায়মণ্ড বুক্স লিমিটেড; X - ৩০, ওখলা ইণ্ডাষ্টিয়াল এরিয়া, ফেজ – ll নূতন দিল্লী – ১১০০২০, পৃ. ৮৩